Youth Action Youth Mindset
Safer Environment Green Planet

নিরাপদ বিশ্ব সবুজ অরণ্য
নিশ্চিত করবে দুর্জয় তারুণ্য

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় যুব সম্মেলন

১১-১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বরিশাল, বাংলাদেশ

যুব ঘোষণাপত্র

আমরা, বাংলাদেশের যুব সমাজ, কিশোর-কিশোরী, সংসদ সদস্য, নীতি নির্ধারক, বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ বাংলাদেশ সরকারের বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ আয়োজিত ১১-১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বরিশালে অনুষ্ঠিত **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় যুব সম্মেলনে** অংশগ্রহণকারীবৃন্দ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি, কারণ:

গ্রিন হাউস গ্যাস নি:সরণ ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় আমাদের পৃথিবীর অধিবাসীরা অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে, যা মানুষের জীবনকে ব্যাপকভাবে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। ক্ষতিকর এই গ্যাসসমূহ পৃথিবীর জলবায়ু বদলে দিচ্ছে, ফলে উত্তপ্ত হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ, উত্তপ্ত হচ্ছে সমূদ্র, বিভিন্ন এলাকার পানি এবং শস্য জমিতে বাড়ছে লবণাক্ততা, নদী ও সমূদ্র তীর ভেঙ্গে ভেসে যাচ্ছে ঘর-বাড়ি, খরার ফলে কৃষি জমি হয়ে যাচ্ছে চাষের অনুপযোগী, এবং মানুষসহ সকল জীবের জন্য তৈরি হচ্ছে অপূরণীয় ঝুঁকি।

আমাদের প্রিয় মাতৃভুমি ঝুঁকিতে, আমরাই বাঁচাবো তাকে

আমরা, বাংলাদেশের যুব সমাজ জানি যে, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের দায় একেবারে নগণ্য হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে আমাদের প্রিয় এই দেশ বিশ্বের সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবণতা এবং মাত্রা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের জীবন-জীবিকা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে। অনেক মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের কৃষি ও জীব বৈচিত্রকে বিপর্যস্ত করে আমাদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির পাশে দাঁড়ানোর এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়, বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে বাঁচাতে আমাদের সবাইকে সকল ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হতে হবে।

উপকূলীয় দ্বীপ, চরাঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে রক্ষার জন্য বিশেষ নজর দেওয়ার দাবি জানাই

আমরা, বৃহত্তর বরিশালের বিভিন্ন এলাকার যুব সমাজ উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, উপকূলীয় এলাকা এবং প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের শিশু ও কিশোর-কিশোরী ও তাদের পরিবার প্রয়োজনীয় ন্যুনতম সেবা থেকে এমনিতে বঞ্চিত এবং তার ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ, উন্নয়ন, সুরক্ষা এবং অংশগ্রহণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্গম দ্বীপসমূহ এবং পুরো উপকূলীয় অঞ্চলের অবস্থা আরো শোচনীয় করে তুলবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

আমরাই হতে পারি পরিবর্তনের অগ্রপথিক: আমরাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করব

আমরা, বর্তমানের যুব সমাজ এবং আগামী দিনের ভবিষ্যত, আমরা চাই দিন বদলের অগ্রপথিক হতে। আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করতে চাই। শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি গৃহীত কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হলে আমাদের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রস্তুত হতে পারবে এবং একইসাথে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

আমরাই নিশ্চিত করবো সবুজ ধরিত্রী

আমরা মনে করি যে, জলবায়ু পরিবর্তন শুধু একটি অর্থনৈতিক বা উন্নয়ন সমস্যা নয়, এটি একটি নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাও, যা প্রকারান্তরে বৈশ্বিক মানবিক সংকটে পরিণত হচ্ছে। একটি সবুজ ও নিরাপদ পৃথিবী নিশ্চিত করতে আমরা যুব সমাজ একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গিকার করছি।

আমাদের দাবি, আমাদের সুপারিশ: নিরাপদ বাংলাদেশ, সবুজ পৃথিবী

আমরা সম্পদের সুষম বরাদ্দ ও দক্ষতার সঙ্গে তা ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত দাবিগুলো তুলে ধরতে চাই:

- জাতীয় এবং স্থানীয় সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারদেরকে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে যুব সমাজ এবং যুব নেটওয়ার্কগুলোর দক্ষতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাদের ক্ষমতায়নের জন্য কার্যকর সহায়তা করতে হবে এবং সমাজ-ভিত্তিক জলবায়ু অভিযোজনের লক্ষ্যে অধিপরামর্শ গ্রহণে যুব সমাজের সম্ভাবনা ও সামর্থ্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

- গ্রিন হাউজ গ্যাস এবং উষ্ণায়ন কমাতে এবং অতি কার্বন উদগীরণকারী দেশগুলোকে নিম্ন কার্বন উদগীরণকারী দেশে পরিণত করতে আইনগত বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন আন্তর্জাতিক আইন ও ব্যবস্থা চাই।

- উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু অভিযোজন বাবদ শিল্পোন্নত দেশ কর্তৃক প্রয়োজনীয় তহবিল অনুদান হিসাবে প্রদান করতে হবে। শিল্পোন্নত দেশের সরকারকে জলবায়ু তহবিল থেকে যুব সমাজের জলবায়ু অভিযোজন সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং আমাদের সৃজনশীল সবুজ উদ্যোগগুলোতে অর্থায়ন করতে হবে।

- বাংলাদেশ সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়কেই জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী যেমন, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ ও প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

- জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তির আলোকে এবং বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নাগরিক অংশগ্রহণ ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু অভিযোজন ও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের সকল ক্ষেত্রে সমাজ-ভিত্তিক কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

- সমাজের সকল স্তরে, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি যতটা সম্ভব সহজভাবে, সহজবোধ্য এবং যথাযথভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

- কানকুন এডাপটেশন ফ্রেমওয়ার্ক এবং প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আলোকে জলবায়ু তাড়িত উদ্বাস্তুদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন সংক্রান্ত নীতি এবং কর্মকৌশল বাস্তবায়ন ঝুঁকিপূর্ণ সমাজ, বিশেষ করে যুব সমাজ, নারী ও প্রতিবন্ধীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

- অভিযোজনের জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে লবণাক্ততা প্রবণ এলাকায়, জলবায়ু বান্ধব কৃষির উপর দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণে বিশেষ করে পরিবেশ-বান্ধব স্থায়ী বাধ নির্মাণ, নারী ও শিশুবান্ধব আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ এবং শহরে জলবায়ু সহনীয় অবকাঠামো নির্মাণে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

- জলবায়ু পরিবর্তনের যে ঝুঁকি সমূহ আমরা মোকাবেলা করছি, সে বিষয়ে আমাদের কথা শোনার জন্য আমাদের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানাই।

- দখল এবং ভরাট হওয়া নদী, খাল ও জলাধার সমূহ পুন:খননসহ অবৈধ ও অপদখল মুক্ত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং টেকসই নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

নিরাপদ বিশ্ব সবুজ অরণ্য: নিশ্চিত করবে দুর্জয় তারুণ্য

আমরা, বাংলাদেশের যুব সমাজ উপলব্ধি করছি যে, জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের জীবন, আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ এবং আমাদের পৃথিবীর জন্য হুমকি তৈরি করছে। কথা বলার সময় শেষ, আসুন কাজে নেমে পড়ি। আমরা এই সম্মেলন থেকে নিজেরা নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণের অঙ্গিকার করছি:

- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে সোচ্চার হওয়ার জন্য আমরা যুব সমাজ, যুব নেটওয়ার্কগুলোকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে সবুজ, নিরাপদ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলবো।

- জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানীয় ঝুঁকি নিরসনে সমাজ-ভিত্তিক সমাধান গ্রহণ এবং তার ভিত্তিতে সম্পদের সুষম বরাদ্দ ও কার্যকর ব্যবহারে আমরা পরিবার, সমাজ, সরকার, এনজিও, বেসরকারি খাত, নাগরিক সমাজের সাথে একত্রে উদ্যোগ গ্রহণ এবং যৌথভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবো।

- প্যারিস চুক্তির আলোকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা সহযোগিতা করবো।

- আমরা কিশোর-কিশোরী ও যুব সমাজ আমাদের আমাদের ধরিত্রী, জলবায়ু রক্ষা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা প্রদানে আমরা আমাদের অভ্যাস, আমাদের রুচি, আমাদের জীবন ধারা বদলাবো ও আমরা আমাদের বন্ধু, পরিবার ও সকলকে সচেতন করবো।

- জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন সংক্রান্ত আমাদের অভিজ্ঞতা, সমস্যা ও শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে আমরা ডিজিটাল ও সোশ্যাল মিডিয়া এবং তথ্য প্রযুক্তির অন্যান্য উপায় ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক যুব নেটওয়ার্ক এবং আন্তর্জাতিক সমাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবো এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করবো।